সংবাদ

তারিখ 09 MAR 2012 পৃঃ ১৩ কলাম ২

ইংরেজি প্রথম বর্ষের রেজিস্ট্রেশন

জাবি'র একগুঁয়েমিপনায় ২২ কলেজের দেড় হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া হুমকিতে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজসহ দেশের ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনার্স প্রথম বর্ষ ইংরেজি বিভাগের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা আর একগুঁয়েমীপনার কারণে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। চলছে মানববন্ধন, সভা সমাবেশ বিক্ষোভ। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১০-১১ শিক্ষা বর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে এসব ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভর্তি করে। এরপর যথারীতি ক্লাস করার পর আকস্মিকভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্ব-স্ব কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানায় এসব শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিধি সম্মত হয়নি। কারণ হিসেবে তারা জানায় ইংরেজিতে অনার্স পড়তে হলে পরীক্ষায় ইংরেজিতে অবশ্যই ১২ পেতে হবে। কিন্তু এই দেড় হাজার ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রী ওই নম্বরের চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে। এছাড়াও অনেক ছাত্রছাত্রী অন্য কলেজ থেকে রিলিজ স্লিপ নিয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছে যা বিধি সম্মত হয়নি বলে জানায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এসব কারণে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে না। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ দাবি বিধি সম্মত নয় বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে। কারণ তাদের পূর্ব অনুমতি নিয়েই ইংরেজি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে তাদের। আর দেড় বছর পর তারা রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না বলে যে কথা বলছে, তা বিধি সম্মত নয় এবং বিষয়টি অমানবিক বলে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ। রেজিস্ট্রেশন না হলে দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তাদের রেজিস্ট্রেশন না হলে ছাত্রছাত্রীরা আর অনার্স পড়তে পারবে না। তাদের পাসকোর্সে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে রোকেয়া কলেজের ইংরেজি প্রথম বর্ষের ছাত্রী মাহবুবা ফেরদৌসি মুক্তা, নাজরিনা সরকার জানান, তাদের এই অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজও দায়ী। তারা ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একগুয়েমীপনার জন্য তাদের শিক্ষা জীবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তারা আরও জানায়, এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের জানানো হয়েছে, স্ব-স্ব কলেজ এজন্য দায়ী। আর কলেজে যোগাযোগ করলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করা হয়।

এ বিষয়ে রোকেয়া কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল লতিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষৎ চিন্তা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, আজ মঙ্গলবার এ ব্যাপারে একটি সভা ডেকেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন না করা হলে তাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। শিক্ষা জীবনের কথা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের রেজিস্ট্রেশন করে প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার দাবি জানান তারা।